অলৌকিক সন্নিকর্ষ তথা অলৌকিক প্রত্যক্ষ

ন্যায়সম্মত প্রত্যক্ষের লক্ষণে বলা হয়েছে ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষজন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্ বা ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নংজ্ঞানং প্রত্যক্ষম্ - দুটি লক্ষণেরই প্রায় একই রকমের অর্থ দাঁড়ায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থ বা বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ থেকে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে প্রত্যক্ষ বলে। সহজ কথায় বলা যায় যেখানে যত প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হোক না কেন সেখানে বিষয়েন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ থাকতেই হবে, সে তা ঐ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় হোক (যার দ্বারা লৌকিক প্রত্যক্ষ হয়) বা না হোক (যার দ্বারা অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয়)। নৈয়ায়িকগণ লৌকিক প্রত্যক্ষের জন্য লৌকিক সন্নিকর্ষ ছাড়াও তিন প্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করেছেন, যেখানে বিষয়েন্দ্রিয় সাক্ষাৎ সন্নিকর্ষ হয় না অর্থাৎ যেক্ষেত্রে যে ইন্দ্রিয়ের যা গ্রাহ্য বিষয় নয়, সেই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সেই বিষয়ের সন্নিকর্ষ হয়, সেই সন্নিকর্ষকে অলৌকিক সন্নিকর্ষ বলে এবং ঐ সন্নিকর্ষ জন্য প্রত্যক্ষকে অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলে।

ন্যয়সম্মত অলৌকিক সন্নিকর্ষ তিন প্রকার। যথা ঃ ১) সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ, ২) জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ ও ৩) যোগজ সন্নিকর্ষ। প্রথমেই অলৌকিক সন্নিকর্ষ তথা প্রত্যক্ষ কাকে বলে তা আমাদের জেনে নেওয়া দরকার। যখন কোন বিষয় ইন্দ্রয়ের নিকটবর্তী নয় ও ইন্দ্রিয়ের সামনে উপস্থিত নয়, যখন কোন বিষয় ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সন্নিকর্ষের সময় উৎপন্ন হয়নি কিংবা সেই ইন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্যই নয়, তখন এই সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ যে সন্নিকর্ষ দ্বারা হয় তাকে অলৌকিক সন্নিকর্ষ বলে। এসব সন্নিকর্ষকে অলৌকিক সন্নিকর্ষ বলা হয় এই কারণে যে ছয় প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষের একটিও এক্ষেত্রে কাজ করে না। আর অলৌকিক সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষকে অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলে। অলৌকিক সন্নিকর্ষ যেহেতু তিন প্রকার। তাই অলৌকিক সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষও তিন প্রকার। যথা ঃ ১) সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ, ২) জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ ও ৩) যোগজ প্রত্যক্ষ।

সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ তথা প্রত্যক্ষ ঃ-

ন্যায়মতে, একটি বস্তুর সঙ্গে ঐ বস্তুর গৃহীত ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ হলে ঐ বস্তুর সামান্য ধর্মের জ্ঞানের মাধ্যমে ঐ সামান্য ধর্মের সকল আশ্রয়ের যে প্রত্যক্ষ হয়, তাকে সামান্যলক্ষণ অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলে। আর এই প্রত্যক্ষ হয় যে সন্নিকর্ষের দ্বারা তাকে অলৌকিক সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ বা প্রত্যাসত্তি বলে। কোন একটি ঘটের লৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য সকল ঘটের যে প্রত্যক্ষ, তাই সামান্যলক্ষণ অলৌকিক প্রত্যক্ষ। কোন একটি ঘটের সাথে চক্ষুর সংযোগ হলে ঐ ঘটের যেমন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, তেমনি অন্য দেশ ও অন্য কালে স্থিত ঘটেরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু দেশান্তরীয়, কালান্তরীয় ঘট সমূহের সাথে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয় না। তবুও চক্ষুসংযুক্ত ঘটের যেমন প্রত্যক্ষ হয়, অন্যান্য ঘটসমূহেরও তেমনি প্রত্যক্ষ হয়। চক্ষু সংযুক্ত ঘটটির প্রত্যক্ষকে লৌকিক প্রত্যক্ষ বলে, যেহেতু তা চক্ষুসংযোগরূপ লৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন হয়। অন্যান্য ঘটের প্রত্যক্ষকে অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলা হয়, যেহেতু তা অলৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন হয়।

নব্য ন্যায়মতে একটি ঘট প্রত্যক্ষের সময় সকল ঘটের প্রত্যক্ষে ঘটত্ব বিষয়ক সামান্যের জ্ঞানই সামান্যলক্ষণ অলৌকিক সন্নিকর্ষ। প্রাচীন ন্যায়মতে সামান্যলক্ষণ শব্দের অন্তর্গত 'লক্ষণ' শব্দের অর্থ স্বরূপ। তাই তাঁদের মতে সামান্য স্বরূপ বা সামান্য মাত্র হচ্ছে সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ। কিন্তু তা বলা যায় না। কারণ তাই যদি হত তাহলে ধূমত্ব সামান্য নিত্য বলে তা সর্বদা সকল ধূমে থাকায় সকলেরই সর্বদা সকল ধূমের প্রত্যক্ষ হত। কিন্তু তা আমাদের হয় না।

তাছাড়া, সামান্য মাত্র সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ হলে ধূলি সমুহে ধূমত্ব ভ্রমের অনন্তর সকল ধূম বিষয়ক যে জ্ঞান হয়, তারও উপপত্তি হবে না। কারণ সেখানে ধূমত্বের সাথে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ নেই। তাই সামান্য মাত্রকে সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ না বলে সামান্য বিষয়ক জ্ঞানকেই সন্নিকর্ষ বলতে হবে।

সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষের দ্বারা সামান্য ধর্মের আশ্রয় সকল পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়। নৈয়ায়িকগণ বলেন, 'সামান্যলক্ষণজন্য যখন সামান্যের আশ্রয়ের জ্ঞান হবে, তখন সামান্যের কোন একটি আশ্রয়কে ইন্দ্রিয়ের সাথে লৌকিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হতে হবে। নাহলে চক্ষুসংযোগের পরে 'ধূম' এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পর ধূমের সাথে চক্ষুসংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে সেই স্থলে চক্ষুসংযোগ ছাড়াই অপ্রত্যক্ষ সকল ধূমের সামান্যলক্ষণজন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষের আপত্তি উঠবে। তাই বলা হয়েছে, যে সকল অপ্রত্যক্ষ ধূমের অলৌকিক প্রত্যক্ষ হবে, তার মধ্যে কোন একটি ধূমকে ইন্দ্রিয়ের সাথে লৌকিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হতে হবে। তাহলে যেখানে লৌকিক ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ নেই, সেখানে সামান্যলক্ষণজন্য প্রত্যক্ষের আপত্তি হবে না।

ন্যায়মতে জ্ঞায়মান সামান্যকেই সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলা যায় না। জ্ঞায়মান সামান্য সন্নিকর্ষ হলে যে স্থলে ঘটটি বিনষ্ট হওয়ার পর তদঘটবিশিষ্টের স্মরণ হয়, সে স্থলে সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষে দ্বারা সকল তদঘটবিশিষ্টের জ্ঞান হতে পারে না, কারণ সে সময়ে সামান্যটি অর্থাৎ তদঘটটি নেই। এখানে বলা যায় যে, সামান্যলক্ষণ শব্দের অন্তর্গত সামান্য শব্দের অর্থ হল, সমান বিষয় সমূহের ভাব বা ধর্ম (সমানানাং ভাবঃ সামান্যম)। সেই সামান্য কোনস্থলে নিত্য ঘটত্বাদি জাতি, কোন স্থলে অনিত্য ঘটাদি হয়ে থাকে। নব্য নৈয়ায়িকগণ আরও বলেন, জ্ঞায়মান সামান্য নয়, সামান্য বিষয়ক জ্ঞানই সামান্যলক্ষণ অলৌকিক প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ।

এখানে আপত্তি হতে পারে, একটি ঘটকে দেখে যদি সকল ঘটের জ্ঞান হয়ে যায়, তাহলে একটি প্রমেয় পদার্থকে দেখে সকল প্রমেয় পদার্থের জ্ঞান হয়ে যাবে। এতে করে যেকেউ সর্বজ্ঞ হয়ে যাবে অর্থাৎ সর্বজ্ঞত্বার আপত্তি উঠবে।

কিন্তু ন্যায়মতে, তা বলা যায় না। কারণ সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষের দ্বারা প্রমেয়ত্বরূপে সকল প্রমেয় পদার্থে জ্ঞান উৎপন্ন হয়; কিন্তু ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ রূপে সকল পদার্থের জ্ঞান হয় না। আর এরকম জ্ঞান না হলে কাউকে সর্বজ্ঞ বলা যায় না। তাই এক্ষেত্রে সর্বজ্ঞত্বারও আর আপত্তি হবে না।

সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ তথা প্রত্যক্ষ স্বীকারের সপক্ষে যুক্তি ঃ

প্রথমতঃ সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার না করলে ব্যাপ্তি বিষয়ে যে সন্দেহ হয়ে থাকে তার সমাধান করা যাবে না। যদি কোন ব্যক্তি দু-একটি স্থানে ধূম ও আগুনের সাহচর্য দর্শন করে, তাহলে তার 'ধূম অগ্নিব্যাপ্য কিনা' - এরূপ সন্দেহ হতে পারে। পাকশালা প্রভৃতি স্থানে ধূম ও আগুনের সাহচর্য দেখলে সর্বত্রই ধূমে আগুনের সাহচর্য নির্ণীত হতে পারে না। প্রত্যক্ষদৃষ্ট ধূমের অতিরিক্ত ধূম জ্ঞাত না হলে অজ্ঞাত ধূমে আগুনের ব্যাপ্যত্বের সন্দেহ হতে পারে না। কিন্তু ধূম বহ্নিব্যাপ্য কিনা - এরূপ সন্দেহ হয়ে থাকে। সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষের দ্বারা সকল ধূমের জ্ঞান হওয়ায় ঐ সকল অগ্নি ব্যাপ্যত্বের নির্ণয় না থাকায় 'ধূম অগ্নিব্যাপ্য কিনা' এরূপ সন্দেহ হতে বাধা থাকবে না।

দ্বিতীয়ত ঃ পর্বতে ধূম দেখে আগ্নির যে অনুমান আমরা করে থাকি তা সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ তথা প্রত্যক্ষ ছাড়া সম্ভব নয়। ঐ অনুমান জন্য পরামর্শ জ্ঞান প্রয়োজন। পরামর্শ জ্ঞান হতে গেলে ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রয়োজন। ন্যায়মতে, ধূমত্ব ও অগ্নিত্বরূপ সামান্যের জ্ঞানরূপ সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষের দ্বারা সকল ধূম ও সকল আগুনের অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয়ে যায়। এর দ্বারা সকল ধূম ও আগুনের অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয়ে যায়। এরফলে সকল ধূম ও আগুনের ব্যাপ্তিজ্ঞানও হয়ে যায়। এই জ্ঞান হলে পর্বতে আগুনের অনুমান হয়ে থাকে। তাই এই অনুমানের উপপত্তির জন্য সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ তথা প্রত্যক্ষ অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

তৃতীয়ত ঃ সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার না করলে প্রাগভাবের প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। অভাবজ্ঞানে প্রতিযোগীর জ্ঞান আবশ্যক। যে পদার্থ এখনও উৎপন্ন হয় নি, সেই পদার্থই প্রাগভাবের প্রতিযোগী হয়। এই অনুৎপন্ন প্রতিযোগীর জ্ঞান না হলে তার প্রাগভাবের প্রত্যক্ষ হতে পারে না। অনুৎপন্ন প্রতিযোগীর সাথে ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ হয় না। এরূপ প্রতিযোগীর সহিত ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার করতে হবে। কিন্তু সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার না করলে জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার করা যায় না। তাই সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। যেমন কোন একটি ঘটের লৌকিক প্রত্যক্ষ হওয়ার পরক্ষণে জ্ঞায়মান ঘটরূপ কিংবা ঘটত্বজ্ঞানরূপ সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ দ্বারা সকল ঘটের - এমনকি এর অন্তর্গত অনুৎপন্ন ও নষ্ট ঘটের জ্ঞানও হয়ে যাবে এবং জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষের দ্বারা প্রাগভাব প্রত্যক্ষে প্রতিযোগী ঘটের জ্ঞান হয়ে যাবে।

চতুর্থত ঃ তমঃ বা অন্ধকার প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থ। এই পদার্থের প্রত্যক্ষের জন্য সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার করতে হবে। ন্যায়-বৈশেষিকদের মতে, সকল তেজের সামান্যাভাবকে তমঃ বলা হয়। এই তমঃ পদার্থের প্রত্যক্ষে সকল তেজের জ্ঞান অপেক্ষিত হয়, কারণ অভাবজ্ঞানে প্রতিযোগীর জ্ঞান অপেক্ষিত হয়, কেননা অভাবজ্ঞানে প্রতিযোগীর জ্ঞান কারণ হয়। সুতরাং তমঃ বা অন্ধকারের প্রত্যক্ষ তখনই সম্ভব হবে, যদি তার আগে সকল তেজের অর্থাৎ ঐরূপ প্রতিযোগীর জ্ঞান হয়। কিন্তু এই জগৎ সংসারে সকল তেজের জ্ঞান কিরূপে সম্ভব ? এরজন্য সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার করলে কোন একটি তেজের প্রত্যক্ষ হলে জ্ঞায়মান তেজস্ত্ব বা তেজস্ত্বজ্ঞানরূপ সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষের দ্বারা সকল তেজের জ্ঞান হয়ে যাবে, এর ফলে সকল তেজের প্রতিযোগিজ্ঞানসাপেক্ষে তমঃ প্রত্যক্ষ নির্বিবাদে উৎপন্ন হতে পারবে।

জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ তথা জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ ঃ - এই সন্নিকর্ষের ক্ষেত্রে জ্ঞানলক্ষণ শব্দটির দ্বারা বোঝা যাচ্ছে জ্ঞানই সন্নিকর্ষরূপে প্রত্যক্ষের জনক হয়। এখানে লক্ষণ শব্দের অর্থ - স্বরূপ। জ্ঞানস্বরূপ সন্নিকর্ষই জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ। এই জ্ঞান স্মরণাত্মক জ্ঞান। স্মৃতিরূপ জ্ঞান যদি পূর্বজ্ঞাত কোনো পদার্থকে বর্তমানকালিক জ্ঞানবিষয়ীভূত পদার্থের বিশেষণরূপে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকৃষ্ট বা সম্বদ্ধ করে, তাহলে ঐ স্মৃতিরূপ জ্ঞানকে জ্ঞানলক্ষণরূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষ বলা হয়। এই সন্নিকর্ষে দ্বারা এমন বস্তু ইন্দ্রিয়ের সন্নিকৃষ্ট হয়, যে বস্তুটি ঐ ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হওয়ার যোগ্যই নয়। লৌকিক সন্নিকর্ষে দ্বারা যা কখনোই সম্ভব নয়, অলৌকিক সন্নিকর্ষ তাই করে।

কোনো বস্তুর জ্ঞান হলে পর ঐ জ্ঞান আত্মাতে সংস্কার উৎপন্ন করে। ঐ সংস্কার উদ্বুদ্ধ হলে পরে স্মৃতি হয়। এই স্মৃতিজ্ঞান সন্নিকর্ষরূপে পূর্বজ্ঞাত বস্তুকে জ্ঞেয়মান বস্তুর বিশেষণ করে দেয়। আমরা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে সহজবোধ্য করতে পারি। এক্ষেত্রে একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, 'সুরভি চন্দনম্' অর্থাৎ যে চন্দন কাষ্ঠখণ্ডটি দূরে আছে, যার গন্ধ আঘ্রাত হয় নি, এমন চন্দনখণ্ডকে দেখলে যদি ঐরূপ জ্ঞান হয় (সুরভি চন্দনম্) তাহলে তা হবে জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষের যথার্থ উদাহরণ। ধরাযাক্ কোন ব্যক্তি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থাৎ সংযুক্তসমবায়রূপ লৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা চন্দনের গন্ধ গ্রহণ করেছে। তার ঐ গন্ধজ্ঞানজন্য সংস্কার আত্মাতে আছে। পরবর্তী সময়ে যদি সেই ব্যক্তি দূরবর্তী অন্য চন্দন কাষ্ঠখণ্ডকে দেখে এবং ঐটি চন্দন কাষ্ঠ এরূপ জ্ঞান না হয়ে 'সুরভি চন্দনম্' এরূপ জ্ঞান হয় - তাহলে এই জ্ঞান হবে জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ এবং এক্ষেত্রে সন্নিকর্ষটি হবে জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষের উদাহরণ।

জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকারের আবশ্যকতা বা সার্থকতা ঃ-

প্রথমত ঃ ন্যায়মতে জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার না করলে দূরবর্তী চন্দনের সুভিত্বের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ উপপন্ন হবে না। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত চন্দনের যে সুরভিত্ব বিশেষণরূপে ভাসমান হয়েছে, সেই পূর্বজ্ঞাত সুরভিত্ব যে চক্ষুসংযুক্ত চন্দনে নেই, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ চক্ষুসংযুক্ত চন্দনের সৌরভ এখনও গৃহীত হয় নি। এই কারণে স্বীকার করতে হবে যে - এই চন্দনটিকে দেখবার পূর্বে যে চন্দনের সৌরভ অনুভূত হয়েছিল সেই সৌরভবিষয়ক অনুভবজন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ায় সৌরভ বিষয়ক স্মৃতি হয়। ঐ স্মৃতিরূপ জ্ঞান স্ববিষয়ভূত সৌরভকে দৃশ্যমান চন্দনের বিশেষণ করে চক্ষুর সহিত সম্বন্ধ করে দেয়।

চন্দনাংশে লৌকিক সন্নিকর্ষজন্য ও সৌরভাংশে অলৌকিক সন্নিকর্ষজন্য এই জ্ঞান ‘সুরভি চন্দনম্’ এইভাবে উল্লিখিত হয়। অতীত সৌরভকে দৃশ্যমান চন্দনের বিশেষণরূপে চক্ষুর সহিত সন্নিকৃষ্ট করার অন্য উপায় নাই, একমাত্র উপায় হল অতীত সৌরভের স্মৃতি। ঐ স্মৃতিজ্ঞান চন্দন দর্শন সময়ে অতীত সৌরভকে চক্ষুর সহিত সন্নিকৃষ্ট করে দেয়। তার ফলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষেও সৌরভের ভান উপপন্ন হয়। প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট বস্তুরই ভান হয় বলে উক্ত প্রকারে অতীত সৌরভকে চক্ষুরিন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট করতে হয়। স্মৃতিজ্ঞানকে সন্নিকর্ষরূপে স্বীকার করলে তবেই তা সম্ভব হয়। আর এই জন্যই জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার করতে হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ প্রত্যভিজ্ঞার উপপত্তির জন্যও জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার করতে হবে। ‘সো অয়ং দেবদত্ত’ - এটি প্রত্যভিজ্ঞার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে দেবদত্তে দুটি বিশেষণ ভাসিত হয়েছে। প্রথমটি ইদন্তা আর দ্বিতীয়টি তত্তা। ‘স’ এই পদের দ্বারা বোধিত তত্তা, অয়ম্ পদের দ্বারা বোধিত ইদন্তা বিশেষণরূপে দেবদত্তকে বিশেষিত করছে। ইদন্তা দেবদত্তের বর্তমানকালিকত্ব ও পুরোবর্তিত্বকে বোঝাচ্ছে। সুতরাং দেবদত্ত যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট, তেমনি তার ইদন্তাও চক্ষুরিন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট। সুতরাং ইদন্তাবিশিষ্ট দেবদত্তের লৌকিক সন্নিকর্ষ দ্বারা প্রত্যক্ষ উপপন্ন হয়ে যায়। কিন্তু দেবদত্তের দ্বিতীয় বিশেষণ ‘তত্তা’ হলো কালান্তরস্থত্বও দেশান্তরস্থত্ব। ঐ কালান্তরস্থত্বও দেশান্তরস্থত্বরূপ বিশেষণ তো লৌকিক সন্নিকর্ষ দ্বারা চক্ষুঃসম্বদ্ধ হতে পারে না। আর সেজন্যই জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার করতে হবে।

তৃতীয়ত ঃ অনুব্যবসায়ের উপপত্তির জন্যও জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার করতে হবে। ব্যবসায়নামক জ্ঞানকে বিষয় করে যে জ্ঞান হয়, তাকে অনুব্যবসায় বলে। ব্যবসায়জ্ঞান বিষয়ক মানস প্রত্যক্ষজ্ঞানই অনুব্যবসায়। এই অনুব্যবসায় অর্থাৎ জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষে অন্তর ইন্দ্রিয় মন করণ। আত্মার সাথে মনের সংযোগ। ঐ মনঃসংযুক্ত আত্মাতে জ্ঞান সমবায় সম্বন্ধে থাকায় মনঃসংযুক্তসমবায়রূপ লৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা জ্ঞানের অনুব্যবসায় বা লৌকিক প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু পূর্ববর্তী ব্যবসায়জ্ঞান সংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষে মনোগ্রাহ্য হলেও ঐ ব্যবসায়জ্ঞানের বিষয়ীভূত ঘটাদি তো মনোগ্রাহ্য হয় না। অথচ ঘটাদি বিষয়কে বর্জন করে ঐ জ্ঞান কখনোই অনুব্যবসায়ের বিষয় হতে পারে না। মন বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত বাহ্য বস্তুকে গ্রহণ করতে পারে না। জ্ঞান স্ববিষয়কে বর্জন করে না, আবার মন সরাসরি বাহ্য বিষয়কে গ্রহণ করতে পারে না। অথচ অনুব্যবসায়ে ‘ঘটম্ অহং জানামি’ বা ‘অহং ঘটজ্ঞানবান্’ এরূপ জ্ঞানে পূর্ববর্তী জ্ঞান যেমন বিষয় হয়, সেরূপ পূর্ববর্তী জ্ঞানের বিষয় ঘটাদিও বিষয় হয়। আর এটাই হল বাস্তব অবস্থা। এখন ঐ ঘটাদি বিষয়ের সাথে আন্তর ইন্দ্রিয় মনের সন্নিকর্ষ কিভাবে হবে, তাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

নৈয়ায়িকগণ এক্ষেত্রে বলেন, জ্ঞান বিষয়কে বর্জন করতে পারে না, সে বিষয়বিশেষিত হয়েই অনুব্যবসায়ে বিষয় হয়। মন বাহ্য পদার্থকে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করতে পারে না। মনের সাথে ব্যবসায়বিষয়ভূত ঘটাদির লৌকিক সন্নিকর্ষ সম্ভব না হলেও অলৌকিক সন্নিকর্ষ হতে পারে। এই অলৌকিক সন্নিকর্ষ দ্বারা মন বহিরিন্দ্রিয় নিরপেক্ষ হয়েই বাহ্যবস্তু ঘটাদির সাথে সন্নিকৃষ্ট হতে পারে। আর এই অলৌকিক সন্নিকর্ষই জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ। বাহ্যবিষয়-ঘটাদিসম্বন্ধ ব্যবসায় নামক জ্ঞানই অলৌকিক সন্নিকর্ষরূপে মনকে বাহ্য ঘটাদির সাথে সন্নিকৃষ্ট করে দেয়। তার ফলে ঘটাদি বাহ্য বিষয় ব্যবসায়জ্ঞানের বিশেষণরূপে অনুব্যবসায়ের বিষয় হতে পারে। অনুব্যবসায়ে পূর্ববর্তী জ্ঞানটি যেমন বিষয় হয়, তেমনি ঐ জ্ঞানের বিষয় ঘটাদিও বিষয় হয়। জ্ঞানটির যেমন মানস প্রত্যক্ষ হয়, ঘটাদিরও তেমনি মানস প্রত্যক্ষ হয়। পার্থক্য এই যে, জ্ঞানটি সংযুক্তসমবায় সম্বন্ধে মনের সন্নিকৃষ্ট হয়, জ্ঞানরূপ সন্নিকর্ষের দ্বারা ঘটাদি মনের সন্নিকৃষ্ট হয়। আর তাই জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার না করলে অনুব্যবসায়ের - জ্ঞানবিষয়ক মানস প্রত্যক্ষের ব্যবস্থা হয় না বলে এই সন্নিকর্ষকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

চতুর্থত ঃ অভাবের প্রত্যক্ষেও জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার করতে হবে। 'ভূতলে ঘট নেই' - এইভাবে ভূতলে ঘটাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। এই ভূতলস্থিত ঘটাভাবের সাথে চক্ষুর সংযুক্তবিশেষণতা নামক লৌকিক সন্নিকর্ষ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ভূতলের সাথে চক্ষুর সংযোগ হয় এবং চক্ষুসংযুক্ত ভূতলে ঘটাভাব বিশেষণ হওয়ায় ঘটাভাবের সাথে চক্ষুর সংযুক্তবিশেষণতা এই লৌকিক সন্নিকর্ষ হতে কোনো অসুবিধা হয় না। তবে এখানে আমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, চক্ষুসংযুক্ত ভূতলের বিশেষণ ঘটাভাব নয়। এরূপ ভূতলের বিশেষণ অভাব, এবং অভাবের বিশেষণ ঘট। অভাবের সহিত ঘটের প্রতিযোগিতাসম্বন্ধের জন্য অভাবাধিকরণ ভূতলে ঘট বিদ্যমান থাকতে পারে না, ভূতলে অর্থাৎ অভাবের অধিকরণে ঘট বিদ্যমান না থাকায় ঘটের সাথে চক্ষুর লৌকিক সন্নিকর্ষ হতে পারে না। ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট না হলে কোনো বস্তুই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। অথচ অভাব প্রত্যক্ষে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্মপুরস্কারে প্রতিযোগীর ভান হয়ে থাকে, তাই চক্ষুর সাথে ঘটের সন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। প্রতিযোগীর স্মরণাত্মক জ্ঞানই চক্ষুর সাথে ঘটকে সন্নিকৃষ্ট করে, এটাই মানতে হবে। আর এইভাবে জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে হবে।

পঞ্চমতঃ ভ্রমজ্ঞানের উপপাদনের জন্যও জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার করতে হবে। ঈষৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে থাকা রজ্জুতে সাপের ভ্রমজ্ঞান হয় বা রৌদ্রকরোজ্জ্বল স্থানে পতিত শুক্তিতে রজত ভ্রম হয়। এইভাবে যাবতীয় ভ্রমজ্ঞানের উপপত্তির জন্য জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার করতে হবে। রজ্জুতে যে ভ্রমাত্মক সর্পজ্ঞান হয়, তা হল 'অয়ং সর্পঃ' এরূপ জ্ঞান। আবার শুক্তিতে রজত ভ্রমের ক্ষেত্রে 'ইদং রজত' এরূপ জ্ঞান। এই সকল ভ্রম জ্ঞানের প্রকাররূপে সর্পত্ব, রজতত্বাদির ভান হয়। কিন্তু রজ্জু ও শুক্তির সাথে চক্ষুর সংযোগ সময়ে সর্পত্ব ও রজতত্বের সাথে চক্ষুর লৌকিক সন্নিকর্ষ সম্ভব না হওয়ায় সর্পত্ব ও রজতত্বের ভান হতে পারে না। সুতরাং স্বীকার করতে হবে যে, যে ব্যক্তি পূর্বে সর্প ও রজতের প্রত্যক্ষ - যথার্থজ্ঞান লাভ করেছিল তারই রজ্জুতে সর্পভ্রম ও শুক্তিতে রজত ভ্রম হয়। তার ঐ প্রত্যক্ষজ্ঞানজনিত সংস্কার রজ্জু ও শুক্তির সাথে চক্ষুসন্নিকর্ষ সময়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্মৃতিজ্ঞান উৎপন্ন করে এবং ঐ স্মৃতিজ্ঞান সন্নিকর্ষরূপে সর্পত্ব ও রজতত্বকে রজ্জুসন্নিকৃষ্ট ও শুক্তিসন্নিকৃষ্ট চক্ষুর সাথে সম্বদ্ধ করে। এইভাবে জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষের দ্বারা ভ্রমজ্ঞানের উপপত্তি হয়ে যায়। এইভাবে পরমাণু প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় পদার্থও জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষের দ্বারা প্রত্যক্ষিত হতে পারে বলে নৈয়ায়িকদের দাবী।

যোগজ সন্নিকর্ষ ঃ-

যোগজ সন্নিকর্ষের অর্থ যোগজ ধর্ম সন্নিকর্ষ। আমরা কেবল সামনের থাকা বর্তমান কালীন স্থূল বস্তুকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। কিন্তু যোগীগণ দূরস্থ কিংবা ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমানকালিক এবং অতিসূক্ষ্ম বস্তুকেও প্রত্যক্ষ করতে পারেন। যোগীদের এরূপ প্রত্যক্ষের উপপত্তির জন্য যোগজ সন্নিকর্ষ স্বীকার করতে হবে। কোন ব্যক্তি যদি দীর্ঘকাল নিরন্তর অত্যন্ত সমাদরের সাথে যোগাভ্যাস করেন, তাহলে ঐ যোগের ফলে তাঁর আত্মাতে এক বিশেষ প্রকারের ধর্ম উৎপন্ন হয়। ঐ ধর্মই সকল দেশ, কালে স্থিত সকল বস্তুর সাথে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয়ে যোগীর সর্বজ্ঞতার অর্থাৎ সকল বস্তুর প্রত্যক্ষের উৎপাদক হয়ে থাকে। কিন্তু এরকম প্রত্যক্ষে ছয় প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষে বা সামান্যলক্ষণ ও জ্ঞানলক্ষণ অলৌকিক সন্নিকর্ষ কোনটিই সন্নিকর্ষরূপে কাজ করে না। যোগীর যোগজ ধর্মই সন্নিকর্ষরূপে কারণ হয়। নৈয়ায়িকগণ এরূপ যোগীকে দুইভাগে বিভক্ত করেছেন।

যুক্তযোগী ও যুজ্ঞানযোগী। যুক্তযোগী বলতে যিনি যোগাভ্যাসের দ্বারা ইতিমধ্যে সিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁরা সকল স্থলে সকল সময়ে সকল বস্তুর প্রত্যক্ষ করে থাকেন। যুজ্ঞানযোগী যাঁদের এখনও সিদ্ধিলাভ হয় নাই, কিন্তু যোগাভ্যাসরত; তাঁরা সকল বস্তুকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন না ঠিকই কিন্তু সকল বস্তুর প্রত্যক্ষের সংকল্প করে অবহিত চিত্তে চিন্তনরত হলে যাবতীয় বস্তুর প্রত্যক্ষের অধিকারী হন। পরবর্তীকালে সিদ্ধিলাভ করলে তিনিও সকল বস্তুকে সর্বদা প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হন।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ